“আমি নারী, আর সব পারবার ঠ্যাকাও আমার নেই”...

নাদিয়া রহমান

কিছুদিন আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে শেয়ারকৃত একটি পোস্ট নজরে আসে। পোস্টটি আমার নজরে সম্প্রতি এলেও ফেসবুকে এটি প্রথম শেয়ার করা হয় ২০২১ সালের মার্চ মাসে (আসল পোস্টটির সময় অনুযায়ী)। একজন নারী তার মাকে নিয়ে পোস্টটি শেয়ার করেন। বিষয়টি অনেকেরই নজরে আসার কথা। খুব সহজভাবে দেখলে একজন নারী তার মাকে নিয়ে প্রশংসা করেই পোস্টটিতে বিস্তারিত লিখেছেন। তিনি যুক্তরাজ্যের অন্যতম শীর্ষ একটি বিশ্ববিদ্যালয় (নির্দিষ্ট নামটি উল্লেখ করা হলো না) থেকে তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের মতো একটি কঠিন বিষয়ে পিএইচডি সম্পন্ন করেছেন। ইন্টারমিডিয়েট এবং ম্যাট্রিকেও ছিলেন মেধা তালিকার শীর্ষে। শুধু অ্যাকাডেমিক জগতেই তিনি সফল নন। একইসঙ্গে তিনি কন্যাদ্বয়ের যত্ন নেওয়া থেকে শুরু করে রান্নার বিভিন্ন রেসিপিতেও তাঁর নৈপুণ্য দেখিয়েছেন পরিবারে। রান্নার পাশাপাশি উলের সেলাই, চুলের স্টাইল করা, পারিবারিক আসরে স্ক্র্যাবল খেলা এবং শিক্ষকতাসহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই এমন একজন মানুষের মাল্টিটাস্কিংয়ের প্রশংসা করতে হয় এবং এতে দোষেরও কিছু নেই। কিন্তু এর রাজনৈতিক অর্থনীতিটা সামনে চলে আসে তখনই, যখন একজন নারীর প্রতিটি ক্ষেত্রেই এমন দক্ষতার পরিচয় দেওয়াটা সমাজের চোখে বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। শেয়ারকৃত পোস্টের লিঙ্ক :

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10226523054121944&set=a.3022654724719

গণমাধ্যম এবং কাল্টিভেশন তত্ত্ব

গণযোগাযোগের একটি অন্যতম তত্ত্ব হলো কাল্টিভেশন তত্ত্ব। ১৯৬০ এবং ৭০'র দশকে তাত্ত্বিক এবং গবেষক জর্জ গার্বনার সে সময়ের সব থেকে জনপ্রিয় যোগাযোগ মাধ্যম টেলিভিশন এবং এর প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা করেন। গবেষণার ফল হিসেবে দেখা যায়, দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে টেলিভিশনে প্রচারিত বিভিন্ন আধেয় প্রভাব রাখতে পারে। শুধু তাই নয়, ব্যক্তি তার নিজ আচরণেও বিভিন্ন পরিবর্তন নিয়ে আসেন সম্প্রচারিত এ সকল আধেয়র প্রভাবে; এবং গণমাধ্যমের এই প্রভাবও দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। সেই ৬০ এবং ৭০'র দশক পেরিয়ে এখন আমরা অত্যাধুনিক প্রযুক্তির জগতে পদার্পণ করেছি। শুধু রেডিও এবং টেলিভিশনের ওপর আজ আর আমরা নির্ভর করে থাকি না। আমাদের এখন রয়েছে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। একইসঙ্গে রয়েছে অনেক তথ্যের উৎস। আজকাল শুধু সংবাদ থেকে প্রাপ্ত যে কোনো তথ্য আমরা যাচাই না করে গ্রহণ করি না। তাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আমাদের সাধারণ জনগণের জন্য অনেকটা ইতিবাচক এবং একইসঙ্গে গণতান্ত্রিক। অপর দিকে এর অন্যতম নেতিবাচক দিক হলো, আমরা

প্রত্যেকেই এই সামাজিক মাধ্যমে কন্টেন্ট শেয়ার করতে পারি, যার অনেক কিছুই মিডিয়া লিটারেসির প্রমাণ রক্ষা না করেই। আবার সূক্ষ্মভাবে আমাদের মূল্যবোধে প্রভাব রাখতে পারে এমন প্রচুর পোস্ট আমরা অনেকেই না বুঝে ইচ্ছামতো শেয়ার করে থাকি।

যেই পোস্টের উল্লেখ করে আমার কথা শুরু করেছি, সেটি অনেককেই শেয়ার দিতে দেখেছি ফেসবুকে। আগেই বলা হয়েছে একজন দক্ষ মানুষের প্রশংসা তার পরিবারের সদস্য বা অন্য কেউ করাটা নেতিবাচক নয়। কিন্তু রাজনৈতিক অর্থনীতির বিষয়টা এখানেই চলে আসে। মূলত, স্বাভাবিক চোখে দেখা বিষয়গুলোর পেছনে যেই সূক্ষ্ম সমীকরণ চলে, সেগুলোকেই খুব সাধারণ ভাষায় এখানে রাজনৈতিক অর্থনীতি বলা হচ্ছে। এখানেও এই শেয়ারকৃত পোস্টটির পেছনের সূক্ষ্ম একটি মতাদর্শ হলো, 'একজন নারীকে সব পারতে হবে'—।

এখানে গণমাধ্যম কিংবা নির্দিষ্টভাবে সামাজিক মাধ্যমের প্রভাব সম্পর্কে কিছু তাত্ত্বিকের বিশ্লেষণ উল্লেখ করতে হয়। 'ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল' স্কলার হিসেবে পরিচিত জার্মানি এবং আমেরিকান কিছু তাত্ত্বিক, এরিক ফ্রম, টি. ডব্লিউ. অ্যাডর্নো, হার্বার্ট মারকিউজ, ম্যাক্স হোর্খেইমার প্রমুখের নাম উল্লেখ করতে হয় এখানে। সে সময়কার গণমাধ্যমে ঢালাওভাবে প্রচারিত কনটেন্টকে ইতিবাচক প্রভাব থেকে কিছুটা ক্রিটিক্যাল-কালচারাল দিক থেকে পর্যবেক্ষণ করেন এই সকল তাত্ত্বিক। পর্যালোচনায় দেখা যায়, গণমাধ্যমের প্রতিটি টেক্সট কিংবা বার্তা, আধেয় উপস্থাপনের প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে এমনকি প্রতিটি শব্দ নির্বাচন করা হয় অনেক সূক্ষ্মভাবে। এর কারণ হলো গণমাধ্যম মোটাদাগে কয়েকটি বড়ো পুঁজিবাদী করপোরেট গোষ্ঠীর হাতেই মুষ্টিবদ্ধ থাকে। মিডিয়া মোঘল কিংবা এই পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর আধিপত্য যাতে ভিন্ন স্বর কিংবা অন্য কোনো উপায়ে কোনোভাবেই ভেঙে না পড়ে, তাই প্রতিটি আধেয় এমনভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয় যেগুলো সূক্ষ্মভাবে হলেও আমাদের প্রতিনিয়ত প্রভাবিত করে। গণমাধ্যম একই সঙ্গে সামাজিকীকরণের দায়িত্বটাও পালন করে নেয়। সমাজে কোন জিনিসটি ভালো কোনটি মন্দ, কোনটি নারীর জন্য স্বাভাবিক আর কোনটি একেবারেই অস্বাভাবিক এই বিষয়গুলোও আমাদের মধ্যে বপন করবার কাজটি নিয়মিতভাবে করে যাচ্ছে গণমাধ্যম। যদিও এখন আমরা গণমাধ্যম থেকে সামাজিক মাধ্যমের যুগে চলে এসেছি। দেখা গেছে একটি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার প্রতিটিই আমাদের প্রভাবিত করবার এই কাজটি করে যাচ্ছে। এ ছাড়া এখন প্রতিটি সংবাদপত্র, টেলিভিশন সবারই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও রয়েছে পেইজ এবং গ্রুপ। সংবাদ চ্যানেলগুলোর রয়েছে ইউটিউব চ্যানেল। বিভিন্ন তথ্যের উৎস থাকার পরেও যে আমরা এখনো খুব একটা প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বকীয় চিন্তা করতে শিখেছি, বিষয়টা তেমন নয়। তাই নারীর প্রতিটি ক্ষেত্রে পারদর্শী হবার মতো বিষয় সূক্ষ্ম বার্তা বহন করে, যা আমাদের সেই পুরোনো চিন্তাটাকেই নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করে। নারী উচ্চতর ডিগ্রি নিলেও সংসার এবং রান্নার কাজ তার জন্য নির্ধারিত রাখতেই হবে।

এককালে নারীর সীমানা ছিল রসুইঘর পর্যন্ত। আজ যখন আধুনিক যুগের আবর্তে নারী কর্মজীবনেও এগিয়ে যাচ্ছে, তখন স্বাভাবিকভাবেই আগেকার একই ধাঁচের পরিবার প্রথার পরিবর্তন হচ্ছে। নারীর কাজের ধরনেও এসেছে পরিবর্তন। এখন শুধু সন্তান জন্মদান এবং প্রতিপালন একা নারীরই দায়িত্ব নয়। ম্যাটারনিটি লিভের পাশাপাশি এখন কর্মক্ষেত্রগুলোতে প্যাটারনিটি লিভও স্বাভাবিক বিষয়। তেমনি রান্নার মতন কাজটিও একাই নারীর দায়িত্ব হিসেবে দেখার দিন শেষ। ক্ষুধা যেমন সকলের জৈবিক তাড়না, তেমনি অন্নও সকলের মৌলিক অধিকার। তাই অফিস শেষে বাড়ি ফিরে করতে হওয়া গৃহস্থালির কাজগুলোও কেবল নারীর একার কাজ নয়। তাই এমন পোস্ট যখন ফেসবুকের মতো একটি যোগাযোগ মাধ্যমে ঢালাওভাবে অনেককেই শেয়ার করতে দেখি, তখন এর পেছনে সূক্ষ্মভাবে চিন্তাধারা নির্মাণের একটি রাজনৈতিক-অর্থনীতি চোখে পড়ে। এটা সেই পূর্বেকার মানসিকতাকেই উস্কে দিচ্ছে যে, নারী ক্যারিয়ার জগতে বা মেধায় যতই দাপিয়ে বেড়াক না কেন, তাকে রান্নাবান্না ও সংসার সামলানোর মতন বিষয়ে পারদর্শী হতেই হবে। কিন্তু বিপরীতে পুরুষদের নিয়ে এমন কোনো পোস্ট খুব একটা নজরে পড়ে না। যা নজরে আসে অনুপাতে তা খুবই নগণ্য। আমরা তো বিশ্লেষণের মাধ্যমে কম-বেশি বুঝতে পারছি যে নিত্যদিনকার জীবনে একেকটি যোগাযোগ মাধ্যম আমাদের চিন্তাধারা ও মতামত তৈরিতে সূক্ষ্মভাবে কিংবা প্রকাশ্যেই কীভাবে প্রভাব রাখে। তাহলে শুধু নারীকে কেন্দ্র করেই একাধারে এমন পোস্ট কেন?!

অধিকাংশই ছিল এমন যে একজন নারী এই আধুনিক যুগে যদি উচ্চশিক্ষা বা ক্যারিয়ারে সফল হয়, তাহলেও সে অনায়াসে তার সংসার, সন্তানের দেখভাল এবং রান্নার মতন কাজে হতে পারে দক্ষ। আজকাল অধিকাংশ নারীই তার নিজ জীবনের সিদ্ধান্ত, তা সেটা ক্যারিয়ার হোক কিংবা পরিবার গঠন, প্রত্যেকটি পদক্ষেপে স্বাধীনতার সাথে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছেন। কেউ হয়ত একজন ভালো মা হবার জন্যই চাকরি জীবনে ইস্তফা দিচ্ছেন। আবার কেউবা ক্যারিয়ার বা নিজ মাতা-পিতার দেখভালের কথা বিবেচনা করে সংসার করছেন দেরিতে। অনেকের জন্য এই সিদ্ধান্ত অনাবশ্যকও নয়। এই প্রতিটি সিদ্ধান্তই হওয়া উচিত একজন নারীর নিজের চিন্তাপ্রসূত। আর শুধু নারীই কেন! পুরুষ কিংবা নারী নির্বিশেষে প্রত্যেক লিঙ্গের মানুষেরই সিদ্ধান্ত নেবার মতন জায়গায় সমান ভূমিকা থাকা চাই। কেউ যদি বিশ্বের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি নিয়ে একজন ভালো রাঁধুনি হতে চান, সেটাও একান্তই তার নিজের পছন্দ। যতদিন না এই সিদ্ধান্ত এবং পছন্দের তালিকা সমাজের অন্য কোনো মানুষের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, ততদিন প্রতিটি মানুষের স্বাধীন সিদ্ধান্তে সম্মান দেখানোটাই যৌক্তিক।

কথা যদি আধুনিক যুগ নিয়েই হয়, তাহলে সে কালের অনেক নারী বিজ্ঞানী, লেখক, চিন্তাবিদ কিংবা চিকিৎসকদের নিয়ে বলতে হয়, যারা গবেষণা বা কর্মজীবনে মনোনিবেশ করতে যেয়ে পারিবারিক জীবনে খুব একটা 'গোছানো' ছিলেন না। তাতেও তো ক্ষতি নেই যদি এই জীবনধারা সেই নারী কিংবা ব্যক্তির সিদ্ধান্ত হয় এবং তাতে সমর্থন দেওয়ার মতো যৌক্তিক মানসিকতা পরিবারের অপর ব্যক্তিরও থাকে।

এত আলোচনা শেষে আবারও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ারকৃত আরেকটি পোস্ট নিয়ে বলতে চাই। ভিন্ন ঘরানার এই পোস্ট কিংবা স্লোগানই বলা যেতে পারে, যা কি না ফেসবুকেই বেশ আলোচিত। শেয়ারও করেছেন অনেকেই। পোস্টটি ছিল এমন, "আমি নারী এবং সব পারবার ঠ্যাকাও আমার নাই"। আসলেই তো। নারী হোক কিংবা পুরুষ বা যে কোনো লিঙ্গের মানুষের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। আমরা না হয় এভাবেও বলতে পারি, "আমি মানুষ এবং সব পারবার দরকার আমাদের সব সময় নেইও..."।

নাদিয়া রহমান শিক্ষক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস।
nichole.rahman@yahoo.com

সূত্র

1. Jevons, W Stanley., The Theory of Political Economy (Fifth Edition). https://socialsciences.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/jevons/TheoryPoliticalEconomy.pdf
2. Mosharafa, Eman. (2015), All You Need to Know About: Cultivation Theory, Global Journal of Human Social-Sciences: A Arts and Humanities-Psychology, Online ISSN: 2249-460X, Print ISSN: 0975-587X.
3. McQuail, Denis. (2010), McQuail's Mass Communication Theories, Sage Publications, ISBN: 1849202923